স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১. ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট:

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিপুল জনসংখ্যা, দারিদ্র শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবের কারণে বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গ্লোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভে ২০১৭ অনুসারে এদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৩৫.৩% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাকজাত দ্রব্য (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) ব্যবহার করে যার মধ্যে ৪৬% পুরুষ এবং ২৫.২% মহিলা। বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান না করেও পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হচ্ছে বহু মানুষ–এই হার কর্মক্ষেত্রে ৪২.৭%, রেস্তোরায় ৪৯.৭%, সরকারি কার্যালয়ে ২১.৬%, হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ১২.৭% এবং পাবলিক পরিবহনে ৪৪%।

সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং ২০০৪ সালে এ চুক্তিকে অনুসমর্থন করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে। আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ এবং সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা নিষিদ্ধ। তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট/মোড়ক/কার্টন/কৌটার উপরের অংশে ৫০% স্থান জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান বাধ্যতামূলক এবং ১৮ বছর বা এর নিচে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর কাছে বা শিশুদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় ও বিপণন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এমনকি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্তদের নির্ধারিত কোন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা নেই। এ কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রের আশেপাশের এলাকা, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, খাবারের দোকান, রেস্টুরেন্টসহ বিভিন্ন স্থানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে তামাকজাত পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। সহজলভ্যতা ও সহজপ্রাপ্যতার কারণে বাড়ছে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা।

২০১৬ সালের ৩০-৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক "South Asian Speakers Summit"-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। অধিকন্তু, দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য-৩ অর্জনে আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসি'র বাস্তবায়ন ও তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার স্বার্থে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীনস্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি সুপরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা বা নির্দেশিকা থাকা আবশ্যক। এ লক্ষ্যেই স্থানীয় সরকার বিভাগ এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে এবং এর আলোকে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হতে রক্ষা করবে। এই নির্দেশিকাটি স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাভূক্ত সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের মাত্রা হ্রাস করে জনসাধারণকে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর পরবর্তী যেকোন সংশোধনী এই নির্দেশিকায় সংযুক্ত হবে এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

২. শিরোনাম ও প্রবর্তন:

এ নির্দেশিকাটি **"তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা"** নামে অভিহিত হবে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং নির্দেশিকাটি স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর আওতায় সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োগযোগ্য হবে।

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিভিন্ন সংজ্ঞা:

৩.১ এই নির্দেশিকায় আইন বলতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) কে বুঝাবে।

৩.২ সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়–

৩.২.১ 'তামাক' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ধারা ২ এর উপধারা (খ)- এ সংজ্ঞায়িত তামাক।

৩.২.২ বিধি অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫

৩.২.৩ 'তামাকজাত দ্রব্য' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (গ) উপধারার সংজ্ঞায়িত তামাকজাত দ্রব্য।

৩.২.৪ 'ধূমপান এলাকা' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা-২ (ঙ) এবং বিধি ৪ ও ৬ এ বর্ণিত ধূমপান এলাকা।

৩.২.৫ 'পাবলিক প্লেস' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (চ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত পাবলিক প্লেস।

৩.২.৬ 'পাবলিক পরিবহন' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ছ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত পাবলিক পরিবহন।

৩.২.৭ 'ব্যক্তি' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ঝ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি।

৩.২.৮ 'ক্রীড়াস্থল' অর্থ খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থানকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৪ (ঝ)]

৩.২.৯ 'স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান' অর্থ সকল মাতৃসদন, ক্লিনিক বা হাসপাতাল ভবন ইত্যাদিকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৪(গ)]। এছাড়া সকল মেডিকেল কলেজ, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ব্লাড ব্যাংক ও ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকসমূহ এর আওতায় আসবে। [তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-এর ২(ঙ)]

৩.২.১০ 'হসপিটালিটি সেক্টর' বলতে বোঝাবে রেস্টুরেন্ট, যে কোন ধরনের খাবারের দোকান এবং উন্মুক্ত খাবারের দোকান, হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউজ, রিসোর্ট, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র সৈকত (Sea beach), বার, পর্যটন কেন্দ্র, পিকনিক স্পট, থিম পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, পার্টি সেন্টার, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, প্রমোদতরীসহ এ সেক্টরের আওতায় পরিচালিত সকল প্রকার যান্ত্রিক যানবাহন এবং সরকার/স্থানীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান/প্রতিষ্ঠান/পরিবহন। [হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র এর ২ (চ)]

৩.২.১১ 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান/পাবলিক প্লেস' বলতে বোঝাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকার সকল ধরনের সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, গ্রন্থাগার, লিফট, সকল আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান, আদালত, বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর, নৌ/নদী বন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, মার্কেট, সুপার শপ/দোকান, হসপিটালিটি সেক্টরের আওতায় সকল প্রতিষ্ঠান, পাবলিক টয়লেট, পার্ক/শিশুপার্ক, মেলা, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময়ে সময়ে ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান।

৪. নির্দেশিকার যৌক্তিকতা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

যৌক্তিকতা: জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং তামাকমুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একটি সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/কোম্পানী ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করে যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের শিশু, কিশোর ও তরুণ সমাজকে রক্ষার ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে।

লক্ষ্য: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন এ নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য।

এ নির্দেশিকার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
   - ১.১ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখা।
   - ১.২ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সতর্কতামূলক নোটিশ নিশ্চিত করা।
   - ১.৩ তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত ধারা ও বিধির পূর্ণ বাস্তবায়ন।
   - ১.৪ অপ্রাপ্ত বয়স্কের (১৮ বছরের নিচে) নিকট বা কারো দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়/বিক্রয় বন্ধ করা।
   - ১.৫ সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট/মোড়ক/কৌটা/কার্টন ইত্যাদির উপরের ৫০% স্থান জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী নিশ্চিত করা।
২. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকার পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধূমপায়ীদের (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের) তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা করা;
৩. পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের সংখ্যা/আওতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধূমপায়ীর সংখ্যা হ্রাস এবং ধূমপান ত্যাগে উৎসাহী করা;
৪. তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/কোম্পানি ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতায় এনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে আনা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পালনে তামাক কোম্পানী ও বিক্রেতাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা;
৫. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;
৬. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা।

৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিক্ষেত্র:

- ৫.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সারাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা, পর্যবেক্ষন ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।
- ৫.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট এর নেতৃত্বে একটি মনিটরিং টিম গঠন।
- ৫.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ৫.৪ বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার-কে মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান।

৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, অর্পিত দায়িত্ব ও অধিক্ষেত্র:

৬.১ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা:

৬.১.১ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ ধারা ৪১ এবং তৃতীয় তফসিল অনুসারে জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম দায়িত্ব। একইভাবে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ধারা ৫০-৭১ এবং দ্বিতীয় তফসিল অনুসারে জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব। সুতরাং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নপূর্বক তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণকে রক্ষা করা সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব।

৬.১.২ এছাড়া স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯-এর ধারা ১১.১ (খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি) অনুসারে সিটি কর্পোরেশন খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের উপর লাইসেন্স আরোপ এবং ভ্রাম্যমান বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ এর ৬ এ পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকা-বৃত্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর কর আরোপ বিষয়ক প্রদত্ত টেবিলে ক্রমিক নং ১১ এর ৮ অনুসারে, সিগারেটের দোকানগুলোতে লাইসেন্স প্রদান করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বন্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/কোম্পানী ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করে যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের শিশু, কিশোর ও তরুণ সমাজকে রক্ষা করা সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব।

৬.১.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত সকল এলাকায় নির্দেশিকার বর্ণিত বিষয়াবলী প্রযোজ্য হবে।

৬.১.৪ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে আইন কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা।

৬.২ জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ:

৬.২.১ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা করা জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

৬.২.২ এছাড়া নারী ও শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম। তামাক ব্যবহার বা ধূমপান নারী ও শিশুর বিকাশ ব্যাহত করে। সুতরাং তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা এবং নারী ও শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করা জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর আওতাধীন।

৬.২.৩ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে আইন কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা।

৬.৩ স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান:

৬.৩.১ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, মশক নিবারণী দপ্তর নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র/অফিস ও এ সকল অফিসের আওতাধীন সকল অফিস/দপ্তর ধূমপানমুক্ত রাখা এবং ধূমপানবিরোধী সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।

৬.৩.২ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর প্রশিক্ষণ কারিকুলামে "তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬.৩.৩ রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফরমে/সনদপত্রে তামাক ও ধূমপান বিরোধী বার্তা সংযোজন করা।

৭. নির্দেশনা বাস্তবায়ন কৌশল

৭.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীতব্য কৌশল:

৭.১.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে এ নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সময় সময় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা।

৭.১.২ নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.১.৩ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্টের অধীন গঠিত মনিটরিং টিম গঠন ও পর্যবেক্ষণ করা।

মনিটরিং টিম

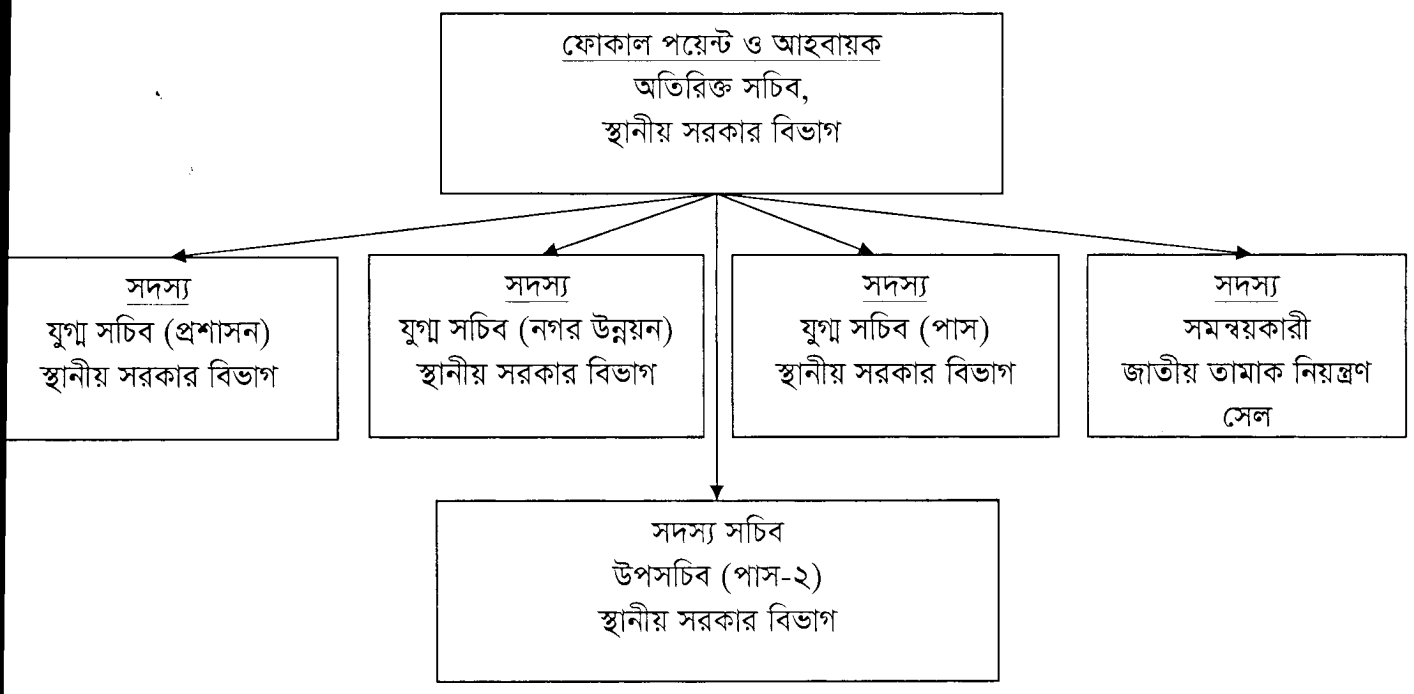

৭.২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীতব্য কৌশল:

৭.২.১ এ নির্দেশিকার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা।

৭.২.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/শাখা/বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সময় সময় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা।

৭.২.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন সকল এলাকায়, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে এবং ব্যক্তিকে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

৭.২.৪ নির্দেশিকাটি সকল নাগরিকের কাছে সহজলভ্য করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রদর্শন এবং অনুরোধের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত মূল্যে (স্বল্পমূল্য) বিতরণ করা।

৭.২.৫ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা; পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/মেডিকেল অফিসার; ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান/সচিব; জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সচিব; উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান/সচিব) কাজ করা ও ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা এবং পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট বরাবর দাখিল করা।

৭.২.৬ মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা।

৭.২.৭ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতির ত্রৈমাসিক/বাৎসরিক প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট ও মনিটরিং টিমের নিকট দাখিল করা।

৭.২.৮ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে "তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" অন্তর্ভূক্ত করা এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৭.২.৯ তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/কোম্পানি ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতায় এনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে নিয়ন্ত্রণ আনা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পালনে তামাক কোম্পানি ও বিক্রেতাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

৭.২.১০ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরমে/কাগজপত্রে/দলিলে তামাকবিরোধী বার্তা প্রদান করা।

৭.২.১১ ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে/লাইসেন্স বইয়ে তামাকমুক্ত রাখার শর্তারোপ করা।

৭.২.১২ সিটিজেন চার্টারে ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক তথ্য লিপিবদ্ধ করা।

৭.২.১৩ তামাক কোম্পানির সকল প্রকার বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার ও প্রদান বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭.২.১৪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন তামাকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন মাধ্যম যেমন–স্থানীয় কেবল অপারেটর, টেলিভিশন চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা, সোস্যাল মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তামাক ও ধূমপানবিরোধী এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে তথ্য প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭.২.১৫ টাস্কফোর্স কমিটির সভায় অংশগ্রহণ ও সভায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

৮. লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা:

৮.১ তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র বা যেখানে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হবে তার জন্য পৃথক লাইসেন্স অবশ্যই প্রদান করা এবং প্রতিবছর নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদনের মাধ্যমে উক্ত লাইসেন্স নবায়ন করা।

৮.২ লাইসেন্স গ্রহীতাদের অবশ্যই 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩)' এ বর্ণিত সকল বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে।

৮.৩ একটি লাইসেন্স গ্রহণকারী একটি জায়গায় ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। একাধিক জায়গার/দোকানের জন্য পৃথক লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, খাবারের দোকান, মুদি দোকান ও রেস্টুরেন্টে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রদান না করা।

৮.৪ হোল্ডিং নম্বর ব্যতীত কোন প্রকার তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রকে লাইসেন্স প্রদান না করা।

৮.৫ সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোন লাইসেন্স প্রদান না করা। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে আওতা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাহিদা বিবেচনা করে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৮.৭ পূর্বে যারা ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ৮.১ ও ৮.২ নির্দেশনা দু'টি প্রযোজ্য হবে।

৮.৮ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত ট্রেড লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং লাইসেন্সটির একটি কপি বিক্রয় কেন্দ্রে অবশ্যই দৃশ্যমান অবস্থায় রাখতে হবে।

৮.৯ বাংলাদেশে প্রস্তুত নয় বা বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন নেই এমন কোন তামাকজাত দ্রব্য (বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, জর্দা, সাদাপাতা, গুল, খৈনি, নস্যি, ইলেকট্রনিক সিগারেট, তরল নিকোটিন, হিটেড সিগারেট, ভেন্ডিং মেশিন বা এমন কোন উপাদান যা নিকোটিনযুক্ত বা তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণে সহায়ক) এবং সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতীত কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাবে না।

৮.১০ তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় এমন চুল্লি বা কারখানাকেও লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে এবং সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে কোন প্রকার চুল্লি বা কারখানাকে লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না।

৯. যে সকল কারণে লাইসেন্স বাতিল করা হবে:

৯.১ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর অধীনে প্রদত্ত বিধি-বিধান পালনে ব্যর্থ হলে বা উক্ত আইন লঙ্ঘন করলে;

৯.২ এই নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে বা লঙ্ঘন করলে বা বাস্তবায়নে অসহযোগিতা প্রদর্শন করলে;

১০. সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন:

প্রতিটি পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন করতে হবে এবং এর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

১০.১ ধূমপানমুক্ত এলাকায় ''ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ'' মর্মে লিখিত সতর্কবাণী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ধূমপানমুক্ত সাইনসহ দৃষ্টিযোগ্য একাধিক স্থানে, বাংলা এবং ইংরেজীতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.২ সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডে সাদা জমিনে লাল অক্ষরে বা লাল জমিনে সাদা অক্ষরে লিখতে হবে।

১০.৩ যদি কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে একাধিক প্রবেশপথ থাকে, তবে একাধিক প্রবেশপথের দৃষ্টিগোচর স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রর্দশন করতে হবে।

১০.৪ পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের ন্যূনতম সাইজ হবে ৪০ সে:মি: x ২০ সে: মি:। পাবলিক পরিবহনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় এমন আকারে, প্রদর্শনযোগ্য স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ স্থাপন করতে হবে।

১১. পরিদর্শন/মনিটরিং ও অভিযোগ:

যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মনিটরিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতদ্উদ্দেশ্যে ফোকাল পয়েন্ট/কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্ব-উদ্যোগে বা অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১১.১. স্ব-উদ্যোগে পরিদর্শন

ফোকাল পয়েন্ট/কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন পরিদর্শন করবেন। এ পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত স্থান তৈরী, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন/প্রচার-প্রচারণা বন্ধ ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী নিশ্চিত করতে পরামর্শ প্রদান। প্রয়োজনে একটি সাধারণ ও নির্দিষ্ট ফরমেট অনুযায়ী তথ্য/পরামর্শ প্রদান করবেন।

১১.২ অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন

১১.২.১ ধূমপানমুক্ত রাখা সংক্রান্ত নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে এ রকম অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন করা। অভিযোগ লিখিত, মৌখিক, ইমেইল, ফ্যাক্স বা অন্য কোন উপায়ে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্টের নজরে আনা।

১১.২.২ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার (৭ থেকে ১০ দিন) মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে পরিদর্শনপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২. আইন ও নির্দেশিকা বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/জনপ্রতিনিধি

১২.১ আইনের বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত জনসম্পদ অর্থাৎ জনবলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করবে বা দায়িত্ব প্রদান করবেন যিনি নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

১২.২ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং এই নির্দেশিকার বিষয়াদি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৩. আইনের প্রয়োগঃ

১৩.১. নিয়মিত মামলা দায়ের

আইনের লঙ্ঘন হলে আইন লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক মামলা দায়ের করা।

১৩.২. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। নিয়মিত পরিচালিত মোবাইল কোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে আইন লঙ্ঘনের অপরাধ আমলে গ্রহণ করতঃ আইন মোতাবেক শাস্তি প্রদান এবং আইন প্রতিপালনে সহায়তা প্রদান করবে।

১৩.৩. লিখিত ও মৌখিক সতর্কতা প্রদান

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্ট/কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন প্রয়োগে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন-

১৩.৩.১ মৌখিক সতর্কতাঃ ধূমপানমুক্ত এলাকায় কাউকে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে না পারলে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন না করলে, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা করলে, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতীত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করলে, শিশুদের দিয়ে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করালে সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত মালিক/তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপক/কর্মকর্তাকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা।

১৩.৩.২ লিখিত সতর্কতাঃ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে লিখিতভাবে সতর্কতামূলক নোটিশ দেয়া যেতে পারে।

১৩.৩.৩ নির্দেশিকা অনুযায়ী আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

১৪. বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়নঃ

প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি অর্থ বছরে অর্থ বরাদ্দ রাখবে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এবং এ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক/বাৎসরিক প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট ও মনিটরিং টিমের নিকট দাখিল করবে।

১৫. হেল্পলাইন স্থাপন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বা নির্দেশিকার নির্দেশনা ভঙ্গের অভিযোগ গ্রহণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়তা প্রদান করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে হেল্পলাইন স্থাপন করতে পারে।

১৬. ধূমপান ত্যাগে সহযোগিতা

যে সকল ব্যক্তি ধূমপান বা তামাক গ্রহণ ত্যাগে আগ্রহ প্রকাশ করবে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বা স্থাপিত হেল্প লাইনের মাধ্যমে যথাযথ পরামর্শ ও ধূমপান বা তামাক ছাড়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে ধূমপান ত্যাগে সচেতনতা ও পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১৭. বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও নির্দেশিকা সংশোধন

১৭.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করবে। আইন প্রয়োগ মূলত একটি বার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে যা পর্যালোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিজ্ঞ আইন কর্মকর্তার পরামর্শ/ সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

১৭.২ এ নির্দেশিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থা, কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের মালিক বা ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর বর্তায় এবং তারা তাদের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করবে। তাদের দায়িত্ব হলো:

- নির্দেশিকা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান
- ধূমপানমুক্ত স্থান থেকে ছাইদানী অপসারণ করা
- আইন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা
- কোন ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত স্থানে ধূমপান না করতে উৎসাহিত করা

১৭.৩ নির্দেশিকার সফলতা মূলত পরিমাপ করা যাবে কি পরিমাণ স্থান ধূমপানমুক্ত আছে তার উপর এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এ সংক্রান্ত জরিপ কাজ পরিচালনা করতে হবে। বিষয়টি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচিতে অর্ন্তভূক্ত করা এবং ত্রৈমাসিক মনিটরিং সভার মাধ্যমে নির্দেশিকাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৭.৪ বর্তমানে প্রযোজ্য ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধনের আলোকে নির্দেশিকাটিও সংশোধিত হবে। নির্দেশিকাটি কার্যকর হওয়ার ২ বছর পর পুনরায় রিভিউ করা যেতে পারে এবং যদি নির্দেশিকা থেকে যথার্থ ও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া না যায় তবে সেক্ষেত্রেও নির্দেশিকাটি রিভিউ করা যেতে পারে।

১৭.৫ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের এবং প্রতিকার প্রাপ্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ কাজে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করে তার নাম ও ফোন নম্বর দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩)।
২. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫।
৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) প্রতিবেদন ২০১৭।
৪. স্থানীয় সরকার আইন (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) ২০০৯।
৫. হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র-২০১৮।
৬. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।
৭. ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৮. ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক নির্দেশিকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।